দৈনিক
ইত্তেফাক

27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী কোর্সের কেন এই দৈন্যদশা?

রেজানুর রহমান ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার উচ্চ স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় শতকরা ৭৬ জন পরীক্ষার্থীই যদি ফেল করে তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? বিশেষ করে গ্রেস নম্বর দিয়েও ফল বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব না হওয়ায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, বর্তমান অবস্থায় ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্স কি আদৌ থাকা উচিত? অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী কোর্সের

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজে আগের মত আর আন্তরিকতা নেই। অধিকাংশ কলেজে ডিগ্রী ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। ক্লাস গ্রহণ ও পরীক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে এক ধরনের অনীহা। আগে ছিল ডিগ্রী ২ বছরের কোর্স। বর্তমানে এই কোর্সের সময়সীমা দাঁড়িয়েছে ৩ বছরে। পাশাপাশি ডিগ্রী পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত সেশনজট। ইতিপূর্বে নির্ধারিত বছরের পরীক্ষা নির্ধারিত বছরেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ বছর ধরে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে ধীরগতি। ২০০২ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে ২০০৩-এর জুন মাসে। গত বছর যারা এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে তারা এখনও ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। একটি সূত্র জানায়, মূলত সেশনজট ও ২ বছরের স্থলে ৩ বছরের কোর্স করায় ডিগ্রী পরীক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। আগে ডিগ্রী পাস করার পর মাস্টার্সের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যেত। এখন সে সুযোগ নেই। পাশাপাশি চাকরির ক্ষেত্রে ডিগ্রী পাস কোর্স আগের মত তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে এই কোর্সের প্রতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত ছুটছে অনার্স কোর্সের দিকে।